রচনা রত্নাবলী।

সুকুমারমতি বালকগণের পাঠোপযোগি

কতিপয় রচনাবলী।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের

অনুমত্যানুসারে বিরচিত হইল।

কলিকাতা,

সাহস যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সন ১২৭০।

বিজ্ঞাপন।

সবিনয় নিবেদনঃ—

আমি ইতি পূর্ব্বে কখন কোন পুস্তকাদি রচনা করিনাই, সম্প্রতি মদীয় কতিপয় প্রতিবেশীর আগ্রহাতিশয়ে রচনা রত্নাবলী নামক একখানি পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিলাম এবং ইহা সুকুমার মতি বালক বৃন্দের পাঠোপযোগি করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছি তবে এক্ষণে বামনের সদৃশ নিশাকর লাভাকাঙ্ক্ষার ন্যায় যেন উপহাসাস্পদ না হই ইহাই আমার নিতান্ত বাসনা, যদি কোন মহাশয় ব্যক্তি এই পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মদীয় নির্ব্বুদ্ধিতা জন্য ভ্রম দেখেন, তাহা হইলে উক্ত ভ্রম সংশোধন করিয়া আমাকে চির বাধিত করিবেন।

আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে মদীয় পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর চন্দ্র দে মহাশয় ইহা আদ্যো-পান্ত পাঠ করিয়াছেন এবং সাতিশয় পরিশ্রম স্বীকার করি-য়াছেন কিমধিক মিতি।

কলিকাতা।
সন ১২৭০ সাল
তারিখ ২৩ এ শ্রাবণ

গ্রন্থকর্ত্তা।

ক্ষুধায় ক্লান্ত হইয়া রাজপথ মধ্যেই স্বীয় প্রতিপালিত কলেবর পরিত্যাগ করিতেছে, আবার কেহ বা হয়ত দুঃসহ জঠরানল দ্বারা দগ্ধ হইয়া সেই মৃত মাংস ভক্ষণ করিতেছে। কেহবা সমস্ত দিবস ভ্রমণ করিয়া কেবল একজনোপযোগী খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিয়া গৃহাগমন করিল, কিন্তু গৃহে প্রাণ সমা প্রিয়া ও প্রাণাধিক পুত্র আছে, ইহারাই বা কি ভক্ষণ করিবে আমিই বা কি ভক্ষণ করিব ইত্যাকার বিবেচনা করিতে করিতে সকলেই ক্ষুধাদ্বারা ক্ষীণকণ্ঠ হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিল। কেহ বা স্বীয় প্রাণ বিয়োগ ভয়ে পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল, কেহবা সপরিবারেই দেশান্তরগামী হইল, আবার কেহ বা অট্টালিকাদি ত্যাগ করিয়া, কেহবা পৈতৃক বাসস্থান বলিয়া এতত্যাগে ক্ষুণ্ণ হইয়াও সেই স্থান ত্যাগ করিতে পারিতেছে না, বাণিজ্যাগত ব্যক্তিগণ বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতেছে। ইত্যাদি নানা প্রকার অত্যাচার হইলেও তৎস্থান পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। এ সময় সকলের সুসময়, অসময়ে কতশত স্বদেশহিতকারী অসদৃশ গুণধারী ব্যক্তিগণ স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করিয়া শমন ভবন আলোকময় করিতেছেন। কত শত পতিপ্রাণা ললনাগণ স্ব স্ব রসিক কিশোর নাগরগণকে ত্যাগ করিয়া বিলাপ করিতেছে।

কখনই প্রাপ্ত হই না হয় ত কিছু [illegible] প্রাপ্ত হই না। যদি আমরা কোন পদার্থ পাইবার অধিক কামনা করি, এবং বারম্বার তৎকালে তাহার কৃতার্থতা লাভে বঞ্চিত হই তাহা হইলে তদ্বিষয়ে একপ্রকারে বৈরক্তি জন্মিয়া থাকে অবশেষে তৎপ্রাপ্তি বাসনা দূরীভূত হয় বটে আশা তথাচ পরিত্যাগ করিতে পারে না হয় ত আমরা তৎসদৃশ অন্য কোন বস্তু লাভার্থে তাহাকে অবলম্বন করিতে হয়। আশা হৃদয় মধ্যে কখন কখন শোক উদয় করিয়া দেয় আবার কখন সেই শোককে নিবৃত্তি করে। এবং কখন কখন কত প্রকার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে বলবতী করে কখন বা তাহাকে দুর্ব্বলা করে অতএব সাতিশয় দুর্দ্দশাপন্ন মানবগণের আশালতাই অবলম্বিনী। জীর্ণ কলেবর পলিত শ্মশ্রু প্রবীণগণ শমন সদনে গমন করিতেছেন ইত্যবসরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার স্বীয় জীবিতাশা করিয়া থাকেন।

সময়।

মানবগণ মাত্রেই সময়ের অল্পতা নিমিত্ত সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাদের যে সময় আছে তাহাতেই সমস্ত সংসার কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারেন। সময়ের অধিক ভাগই বৃথা কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা সময় নাই সময় নাই বলিয়া অতিশয় খেদ করিয়া থাকেন [illegible] বিলম্বেই আবার সময়ের সম্পূর্ণতা [illegible] হইতে প্রকাশিত হইবে।

অবস্থানুসারে সময় ক্রমশঃ এমন গুরুতর ভার জ্ঞান হইয়া থাকে যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা অতীত না হয় ততক্ষণ মন কখন সুস্থির হয় না। যদি কিছু কাল বিলম্বে কোন সুখপ্রদ পদার্থ লাভাশা থাকে তৎকালে যদবধি তদবকাশ সময় অতিবাহিত না হয় তদবধি সময়ের মন্দ গতিভার প্রতি কিরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকি অন্যান্য কালের মধ্যস্থ সময়ের প্রতি পলকে এক যুগস্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকি। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহা জ্ঞাত হইবেক যে সর্ব্বদা নানা প্রকার হিতকর বিষয়াদির আলোচনা করিয়া অতি অল্প সংখ্যক লোক কাল যাপন করেন কিন্তু তদ্ভিন্ন অধিকাংশ লোকই অলসতা দীর্ঘসূত্রিতা নিদ্রা পর নিন্দা মাদক দ্রব্য সেবন ও পরদারাপহরণাদি অসৎ কর্ম্মেই স্বীয় জীবন ক্ষয় করিয়া থাকেন।

বহুবিধ সদাশয় মানবগণ বিহিত সময়যাপন বিধির মধ্যে সদনুশীলনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যেহেতুক সাধু ব্যক্তিরা অতি পাষণ্ডগণকে হিতোপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে নানাবিধ দোষ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন, এবং সন্তাপিত ব্যক্তির সন্তাপ মোচন করিয়া থাকেন এবম্প্রকার বহুবিধ মঙ্গলের সদানুশীলন দ্বারা সম্পন্ন হয় যাহারা যে সময়ে সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া অবকাশ লাভ করেন। তৎকালে কোন সদ্বিষয়ের চিন্তা বা জ্ঞানানুশীলন যাহাতে হইতে পারে এরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং ইতস্ততঃ পরম কারুণিক বিশ্বপাতার নানা প্রকার সৃষ্টি দর্শন করিয়া আনন্দসহকারে তন্মহিমা

কোন পদার্থই সুখকর বোধ হয় না কিন্তু যদি পত্নী দুষ্টা হয় তাহা হইলে তৎপরিমাণেই অসুখকর এবং তদপেক্ষা দুষ্ট পদার্থ পৃথিবীতে দুর্লভ। ঈদৃশী গুণযুক্তা নারীকে কখনই বিশ্বাস করা উচিত নহে এবং তাহা দ্বারা সকল প্রকার অসৎ কর্ম্মই সম্পাদিত হইয়া থাকে, পণ্ডিতগণ যেরূপ সর্পকে বাটীতে রাখিবার নিমিত্ত নিষেধ করিয়া থাকেন তদ্রূপও এতাদৃশী দোষযুক্তা বারাঙ্গনা নারীকে কখনই [illegible] মনে।

ভর্ত্তার ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে প্রথমাবস্থাবধি স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে নানা প্রকার সদুপদেশ প্রদান করিয়া [illegible] কিম্বা অন্য কোন প্রকারেই হউক তাঁহাকে তাবৎ ব্যভিচারাশা হইতে মুক্ত করা অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

যদি নিজ সহধর্ম্মিণীকে প্রথমাবস্থাবধি বিদ্যাঙ্কুর মনো[illegible] বৃক্ষে রোপণ করেন তাহা হইলে বোধ হয় কিঞ্চিৎ জ্ঞানরস স্বাদ গ্রহণ করিলে আর উক্ত দুষ্টাশা কোন প্রকারেই হইতে পারে না। এবং ইহা ও এস্থলে বক্তব্য যে স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস কালে কোন রূপে অসতী সংসর্গ করিতে দেওয়া উচিত নহে তাহাতে অতিশয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করিলে কখন দুরাশা থাকে না এবং তাহা হইলে পরস্পরে অনায়াসে একমনা হইয়া সপ্রেমানুরাগে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায় তাহার কোন সন্দেহ নাই।

পরোপকার।

"পরদুঃখাপহরণেচ্ছা" পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। পিপাসাতুর ব্যক্তিকে জলপান করাইয়া তাহার পিপাসা দূর করা, অন্নার্থি ব্যক্তিদিগকে অন্ন আহার করাইয়া তাহার ক্ষুধা নিবৃত্ত করা এবং দরিদ্র ব্যক্তির দুরবস্থা দেখিয়া তাহার তদবস্থা নিবারণ করা, ইত্যাদিই মনুষ্যবর্গের যথার্থ ধর্ম্ম। আমরা [illegible]কালের বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতগণের যদি মত গ্রহণ করিয়া থাকি তাহা হইলে ও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, যে "পরোপকারোহি [illegible] ধর্ম্মঃ" পরের উপকার করাই সাধু ব্যক্তির ধর্ম্ম। অতএব বিবুধোক্ত বাক্যটী অন্বর্থ করা সকলেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমিই আপন পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে মিলিত হইয়া সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিব, ইহা যেন কেহ মনে মনে বিবেচনা করেন না, কারণ সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদিগকে সৃজন করিয়া একত্র বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে মিলিত হইয়া থাকিতে আদেশ করিয়াছেন তাহার কারণ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, যদি আমি অদ্য কোন একটী বিপদে পতিত হই তাহা হইলে অবশ্যই আমার প্রতিবেশী বান্ধবগণ দয়া পরতন্ত্র হইয়া আমাকে তাহা হইতে উদ্ধার করিবেন এবং যৎকালে আমরা কোন প্রতিবেশিকে বিপদ বা দুরবস্থাপন্ন দেখিব তখন আমাদের সাধ্যানুসারে তন্মোচন করিতে চেষ্টিত হওয়া উচিত, এই প্রকার পরস্পর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া পরস্পরের আনুকূল্য করা অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সুরাপান।

এই অবনীমণ্ডলে নানাপ্রকার পানীয় দ্রব্য আছে তন্মধ্যে সুরা একটি অহিতকর পদার্থ অতএব সুরাপান করা কোন মতে উচিত নহে, তাহা পান করিলে অবশেষে শরীরকে নিস্তেজ শ্রীহীন করে এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান শক্তি প্রভৃতি সকলেই এককালে লোপ পাইয়া যায়, অনেক মহামান্য সুরাপায়ী ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে মদ্যপান করিলে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে পারা যায় ও সুরা পুষ্টিকর পদার্থ কিন্তু তাঁহারা কেবল এই প্রকার ভ্রমজালে আচ্ছন্ন হইয়া ঈদৃশ বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকেন এরূপ অনেক অনেক উৎকৃষ্ট দ্রব্য আছে যে তাহা ভক্ষণে শ্রম শান্তি হইতে পারে এবং শরীরকেও পুষ্টি করিতে পারে, অতএব তাহা পান করিবার আবশ্যক করে না, সুরাপান করিলেই তৎসংগামি আরও অনেক অনেক দোষ জন্মিয়া থাকে এবং সেই দোষ গুলি যখন শরীরে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে তখন তিনি পান ব্যতিরেকে কখন থাকিতে পারেন না এবং এরূপও কোন প্রসিদ্ধ মহানুভবগণ বলিয়া থাকেন যে যিনি মদ্যপান করিতে একবার আরম্ভ করিয়াছেন তিনি আর কখন পরিত্যাগ করিতে পারেন না কিন্তু ইহা মনে মনে বিবেচনা করিলে অনায়াসে বোধগম্য হইবেক যে যিনি সুরাপান করেন তিনি সুরার বশীভূত কি সুরাই তাঁহার বশীভূত, বোধ হয় সুরাই তাঁহার ইচ্ছাধীন, অতএব তিনি মনে মনে

মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন যে আমি কখন আর সুরাপান করিব না। এরূপ হইলে অবশ্যই তিনি তদ্দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। আর বিশেষতঃ যে সকল খাদ্য দ্রব্য পাকস্থলীতে উত্তম রূপে জীর্ণ হয়, ঈদৃশ খাদ্যই ভক্ষণ করা উচিত, আমরা যদি মদ্য পান করি তাহা হইলে কখনই অনায়াসে জীর্ণ করিতে পারি না কারণ সুরা আমাদিগের যথার্থ খাদ্য নহে। এমনও আমরা দেখিয়াছি যে বহুবিধ বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত ইংলণ্ডীয় ব্যক্তিরা মদ্যকা পান করেন না। ইংলণ্ডীয় অনেক অনেক চিকিৎসক-বর্গও কহিয়াছেন যে মদ্যপান করিলে প্লীহা যকৃত প্রভৃতি অতি কঠিন কঠিন পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা এই সকল দোষ গুলি স্পর্শ করেন নাই তাঁহারা যেন এতদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না এবং যাঁহারা সুরাপায়ী মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদিগেরও ক্রমশঃ তাহা পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত সাতিশয় যত্ন করা উচিত।

তস্করতা।
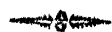
স্বত্বাধিকারীর অজ্ঞাতসারে বা তাঁহার বিনানুমতিতে কোন দ্রব্য গ্রহণ করাকেই চুরি করা বলা যায়, আমরা ধরণীতলের চতুর্দ্দিকে যাবতীয় পদার্থ দেখিতে পাই তাহা অবশ্যই কোন না কোন ব্যক্তির স্বত্ব লব্ধ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। অতএব কোন ব্যক্তির শ্রমোপার্জ্জিত

দ্রব্য অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিলে তৎস্বামির অন্তঃকরণে কীদৃশ সন্তাপ উপস্থিত হয় তাহা বিবেচনা করা উচিত কারণ যাঁহারা এতাদৃশ সদসৎ বিবেচনা না করিয়া সদাই অসৎ কর্ম্মে মনকে নিবেশিত করেন সেই সেই ব্যক্তিগণের অন্য কোন সদুপায় অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ আন্তরিক কুপ্রবৃত্তিকে পরিবর্ত্তন করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। তাঁহারা যদি ইহা না করেন তাহা হইলে প্রথমতঃ শান্তিরক্ষক দ্বারা ধৃত ও বদ্ধ হইয়া বিচারালয়ে নীত হন, পরে হয় ত বিচার দ্বারা তাহাকে কারাবাসী হইতে হয় সুতরাং তাহার মান সম্ভ্রম একবারে লোপ হইল কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে না এবং নীচাশয় ও নিস্তেজ বলিয়া আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই তাহার প্রতি ঘৃণা করিয়া থাকে কেহ ও তাহার সহিত মিত্রতা করিতে প্রবৃত্ত হয় না পদে পদে তিরস্কৃত হইতে হয়, দ্বিতীয়তঃ জগৎপাতা জগদীশ্বরের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া পরিশেষে অশেষ বিধ ক্লেশ সাগরে পতিত হয়, অতএব এরূপ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া কোন মতে উচিত নহে। যদিও কোন ব্যক্তি নিঃস্ব হন এবং তাহার জীবন ধারণের উপায়ান্তর না থাকে কি করেন তথাপি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করা উচিত নহে, তিনি যদি যাবজ্জীবন নিষ্কলঙ্ক পথে পদার্পণ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলেও অনায়াসে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে কারণ জগদীশ্বর আমাদিগকে মনোবৃত্তি ও ইন্দ্

শস্যাদি প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাদিগের পর্য্যালোচনার নিমিত্ত যথেষ্ট উর্ব্বরা ভূমি দিয়াছেন এখন আমরা যদি সেই ভূমিতে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম সহকারে ফলোৎপাদন করিবার নিমিত্ত উৎসুক হই, তাহা হইলে বোধ হয় আমরা যথার্থ সুখ অনুভব করিতে পারি; দেখ কৃষকেরা অল্পমতি ও নির্ব্বোধ তথাচ তাহারা কৃষিসংপথ অবলম্বন করিয়া যথেষ্ট ধন লাভ করিতেছে। অতএব কেহ যেন এতাদৃশ বুদ্ধিকে শিথিল করিয়া স্বস্ব কর্ম্মে ক্ষতি না করেন।

প্রীণাতিয়ঃ সুচরিতৈঃ পিতরং সপুত্রো।
যদ্ভর্ত্তুরেব হিতমিচ্ছতি তৎকলত্রম্। তন্মিত্র
মাপদি সুখে চ সমং প্রয়াতি। এতৎ ত্রয়
জগতি পুণ্য কৃতোলভন্তে॥

অস্যার্থ।

যে পুত্র আপন সচ্চরিত্র দ্বারা পিতা মাতাকে তুষ্ট করিতে পারে তাহাকেই সৎপুত্র বলিয়া গণনা করা যায়।

যে নারী সর্ব্বদাই আপনার স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করে তাহাকেই সাধ্বী স্ত্রী কহা যায়।

যে ব্যক্তি সম্পদ ও বিপদ কালে আপনার সুহৃদের সহিত সমান রূপ সখ্যতা সহকারে ব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহাকেই বন্ধুপদে গণনা করা যায়।

অতএব বিবুধবর্গ এতদ্বিধ নামবত্ত্বয়কেই অবনীমণ্ড
পুণ্যবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ পি
প্রতি পুত্রগণের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তদ্বিষয় নি
প্রদর্শন করা যাইতেছে।

আমরা যৎকালে উপায় রহিত ও অতি শিশু ছিল
তদবধি তিনি আমাদিগকে ভরণ পোষণ করিয়া এত ব
ও এতাবদ্বয়স্ক মনুষ্য নামবান্ করিয়াছেন আমরা যৎক
পীড়িত হইয়াছি তৎকালে তাঁহারা অহোরাত্র আহার নি
রহিত হইয়া, যাহাতে আমরা স্বাস্থ্যলাভ করি তৎক্ষণ
তদুপযোগী বহুবিধ ঔষধাদি আহরণ করিয়া আরো
করিয়াছেন, আমরা যখন একবার ক্রন্দন করিয়াছি ত
শ্রবণ মাত্রেই অন্যান্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সতত ক্রন্দন নি
রণেরই উপায় চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা যখন যে
প্রার্থনা করিয়াছি তাহা স্বল্প মূল্যই বা হউক অথবা
বহুমূল্যই হউক তৎক্ষণাৎ প্রদান করিয়াছেন, এবং তৎক
আমরা কোন প্রকার চিন্তাতে পতিত হই নাই। বি
শিক্ষা কাল উপস্থিত হইলে তদ্দণ্ডেই বিদ্যা শিক্ষা করাই
নিমিত্ত অশেষ বিধ চেষ্টা করিয়াছেন। অতএব আমরা
কালে উপায় রহিত ছিলাম তৎকালে তাঁহারা যদি আ
দিগের প্রতি আন্তরিক যত্ন পূর্ব্বক অশেষবিধ ক্লেশ স্বী
না করিতেন তাহা হইলে আমরা কখন রক্ষা পাইতা
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই অকালে কাল কবলে পতিত হই

তাহার কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই পিতা মাতা বার্দ্ধক্য দশাতে পতিত হইয়া কার্য্যাক্ষম হন কিম্বা পীড়িত হন তৎকালে কি আমাদিগের সাহায্য করা উচিত নহে। কিম্বা তাঁহারা যদি ঋণী হন এবং আমরা উচ্চপদবীস্থ হই তাহা হইলে তাঁহাদিগের নির্ধনতা আমাদের কি দূর করা উচিত নহে? অতএব তাঁহাদিগের সতত হিতানুষ্ঠান করা ও মঙ্গল চিন্তা করা এবং তাঁহাদিগের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বোধ হয় ইহার বৈপরীত্যা-চরণ করিলে প্রত্যবায় জন্মিয়া থাকে পরম পাতার নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় এবং তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে ক্লেশ দেওয়া হয় অতএব এতাদৃশ বিরুদ্ধ কার্য্য করা বিধেয় নহে।

দ্বিতীয়তঃ। ভর্ত্তার প্রতি নারীগণের কি প্রকার, ব্যবহার করা উচিত তন্নির্দ্দেশ কাল উপস্থিত হইলেও নির্দ্দেশ করা হইল না। যেহেতুক এতদ্বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবান্তরে দৃষ্টি-পাত্র করিলেই বোধগম্য হইবে।

সম্প্রতি মিতত্রার বিষয় নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। এই বিশ্ব সংসারে সাধু ব্যক্তির সহিত সর্ব্বদা সহবাস ও মিত্রতা করা উচিত, যে হেতুক সদ্ব্যক্তির সহিত সর্ব্বা সদাচরণ ও সদালাপ, সুখ ভোগের একমাত্র মূলীভূত কারণ। আমরা এই বিশ্ব রাজ্যে যদি সাধু ব্যক্তিদিগের সহিত একত্র আহার বিহার শয়ন উপবেশন ও একত্র বিদ্যানুশীলন প্রভৃতি করা যায় তদপেক্ষা সুখের কারণ আর কি হইতে পারে। কিন্তু

এমন ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করা উচিত, যাহারা গুরু বা ভক্তির নিকট বিনীত এবং আচরণ করিয়া থাকেন, সদা বিদ্যানুশীলন করেন ও স্ব স্ব ভার্য্যার সহিত রতি ক্রীড়া করেন এবং যিনি পরস্ত্রীকে ভীষণরূপা ভৈরবী সদৃশ জ্ঞান করিয়া ভীত হন, যিনি স্বদোষ পরিহার করণে সমর্থ হন ও খলগণের সংসর্গ মোচনাভিলাষী হন এই প্রকার নির্দ্দোষ গুণবান পুরুষই সর্ব্বাপেক্ষা সাধু। যদুক্ত নিদংনীতি শতকে ভর্ত্তৃহরি বিরচিতে, যথা—

> জাড্যং ধিয়োহরতি সিঞ্চতি বাচিসত্যং
> মানোন্নতিং দিশতি পাপ মপাকরোতি।
> চেতঃ প্রসাদয়তি দিক্ষুতনোতি কীর্ত্তিং
> সৎসঙ্গতিঃ কথয় কিং ন করোতি পুংসাম।
> বাঞ্ছাসজ্জনসংগমে নিগুর্ণেপ্রীতি গুরৌ নম্রতা
> বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতিরতি লোকাপবাদাদ্ভয়ং।
> ভক্তিঃ শূলিনি শক্তিরাত্মদমনে, খলে সংসর্গমুক্তিঃ
> এতে যত্র বসন্তি নির্ম্মল গুণাস্তেভ্যো নরেভ্যোনমঃ॥

যখন কাহারও সহিত মিত্রতা করিতে হইবে তৎকালে তিনি সাধুই হউন অথবা অসাধুই হউন প্রথমতঃ পরস্পরের চরিত্র কিরূপ তাহা বিলক্ষণ রূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কারণ যদি উভয়ের চরিত্র ভাল হয় তাহা হইলে অনায়াসে যাবজ্জীবন বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ সহকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একজন যদি সুসভ্য হ

এবং আর একজন যদি অসৎ হন তাহা হইলে কখন মিত্রতা হয় না।

বিদ্যাশিক্ষা।

বিদ্যা শিক্ষা কালে প্রথমতঃ আপনার অন্তঃকরণকে স্থিরীকরণ শক্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং ইহাই এতৎ প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ স্থিরচিত্ত না হইলে কখন কোন বিষয় শিক্ষা করা যায় না। আমরা যত মহানুভাব সার আইজাক নিউটন এবং বএল প্রভৃতি মানববর্গের কখন কখন নাম শুনিতে পাই। তাঁহারা কেবল হয় অধ্যবসায় ও মানসিক প্রযত্ন এবং অন্তঃকরণের স্থিরীকরণ শক্তি প্রভৃতি দ্বারাই চিরস্মরণীয় এবং বিখ্যাত হইয়াছেন।

বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণ শিক্ষাকালে যে সকল সময় বৃথা অতিবাহন করেন কিন্তু তাঁহারা অধিক বয়স্ক হইলে বৃথাতিবাহিত সময়ের নানা প্রকার খেদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদ্যপি যৎকালে অশেষ প্রকার সুযোগ পাইয়াছিলেন তাহা একত্র করিয়া পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে যত্নবান হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় চিরস্মরণীয় লর্ডবেকনের সাদৃশ অতুল বিদ্যা ভাণ্ডার লাভ করিতে পারিতেন তাহা সন্দেহ নাই। এবং এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যে যে মহোদয়গণ চিরস্মরণীয় হইয়াছেন তাঁহাদিগের চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারে যদি সকল বিষয় শিক্ষা করি তাহা হইলে আমরাও তদ্রূপ হইতে পারি।

যেরূপ স্বর্ণ রৌপ্যাদি নিহিত খনিতে উত্তোলনেচ্ছা হইলে তাহা মৃত্তিকা খনন করিয়া লইতে হয় এবং তাহাতেও যেম শ্রম ও যত্ন আবশ্যক করে। তদ্রূপ বিদ্যারূপ জ্ঞানোপার্জ্জনাভিলাষী হইয়া শ্রম পরায়ণ হইলে অনায়াসে আমরা অদ্বিতীয় নিউটন ও বএল হইতে পারি।

পাঠাবস্থাতে বিবেচনা শক্তিকে দমন করা অত্যন্ত আবশ্যাক করেণ তাহা হইলে আমরা কোন প্রস্তাবের ভাল ম বিবেচনা করিতে অসমর্থ হই। কিন্তু আমরা যদি উহা অবলম্বন করি তাহা হইলে সকল প্রস্তাবেরই গুণদোষালক্ষ নির্ণয় করিতে পারি। এবং আমরা যখন যে পুস্তক পাঠ করি তখন তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রথমতঃ গ্রন্থরচয়িত অভিপ্রায় স্থির করা উচিত এবং তৎপরে অন্যান্য বিষয় স্থি করা উচিত। অতএব যাঁহারা বিদ্যাভ্যাস কালে অনন্যম হইয়া সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন তিনি বোধ হয় উত্তর কালের ভাবী সকল বিষয়েতেই পারদর্শিতার আশা করি থাকেন।

দয়া।

পরের দুঃখ মোচন করিবার নিমিত্ত পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদিগের অন্তঃকরণে দয়া নামক একটী প্রব প্রদান করিয়াছেন। আমরা যদি কোন ব্যক্তিকে দুরব এবং অন্ন বিনা [illegible] দেখি তখন [illegible] আমাদি

অন্তঃকরণে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগের দুঃখ মোচন করিতে কহিয়া দেয়, তাহাতেই আমরা পরের দুঃখ মোচন করিবার নিমিত্ত উদ্যত হই। অন্যান্য সকল ধর্ম্মাপেক্ষা দয়া আমাদিগের একটী শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যিনি দয়ালু হইয়া এক ব্যক্তির দুঃখ মোচন করেন তিনি যে কি রূপ অনির্ব্বচনীয় যথার্থ সুখ লাভ করেন তাহা লিখনাতীত এবং তৎকালে উপকৃত ব্যক্তি ও তাঁহার নিজের দুরবস্থাদূর হওয়াতে যথেষ্ট সুখানুভব করিয়া থাকেন, কোন ব্যক্তিকে ধণদান করিলেই কখন দয়া করা হয় না। আমাদিগের বন্ধু বান্ধবগণের প্রতিও স্ব পরিবার গণের প্রতি সর্ব্বদা দয়া প্রকাশ করিয়া যথার্থ সুখ লাভ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। অতএব শান্তপ্রকৃতি হইয়া কাহাকেও কটূক্তি না কহিয়া সরল।ন্তঃকরণে অপর ব্যক্তির দুঃখ মোচন করার নামই দয়া।

আলস্য।

অলস বালকেরা কেবল মিথ্যা গল্প করিয়াই কালাতিবাহিত করিয়া থাকে কোন বিষয় শিক্ষা করিবার নিমিত্ত কিছু মাত্র যত্নবান হয় না কেবল আহার নিদ্রা ক্রীড়া করিয়া জীবন অতিবাহিত করে, যখন তাহাদিগকে কোন কর্ম্ম করিতে আদেশ করা যায় তখন যেন তাহাদিগের মস্তকে বজ্রাঘাত পড়িয়া থাকে অতএব কোন ব্যক্তিরই কোন কার্য্যে অলসতা করা উচিত নহে, আলস্য দ্বারা শরীর একবারে নষ্ট হইয়া

যায় ক্ষণকাল মাত্রও পরিশ্রম করিতে পারে না, এবং অবশেষে কখন কখন ভয়ানক কঠিন জ্বর রোগ উপস্থিত হইয়া প্রাণ বিনষ্ট হয়, ধনী ব্যক্তিরাই ইহার যথার্থ দৃষ্টান্ত স্থল হইতে পারেন যে কৌতুক ধনী ব্যক্তিরা সর্ব্বদা সুখে বাস করেন এবং তিলার্দ্ধও পরিশ্রম করিতে চাহেন না তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিকেও বাল্যাবস্থাবধি ঐ রূপ অলসতা করিতে শিখাইয়া থাকেন যদি কোন স্থানে চলিয়া যাইতে কেহ আদেশ করে তখন তাঁহারা যখন শকট অথবা অশ্ব ব্যতিরেকে যাইতে পারিবেন না, অতএব কি ধনী কি দরিদ্র কোন ব্যক্তিরই আলস্য রূপ শত্রুকে অবলম্বন করা উচিত নহে, বিশেষতঃ অলস হইলে কখন স্বাধীন হইতে পারা যায় না সর্ব্বদাই অন্য ব্যক্তির সাহায্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় অতএব কি বালক কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলেরই সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে চেষ্টা করা উচিত নচেৎ অকালে কাল কবলে ব্যথিত হইতে হয়।

এক অলস বালকের বিষয়।

যোগেন্দ্রনাথ নামক একটী অলস বালক তাহার পিতা বাঁচিয়া থাকিতে কোন কর্ম্মে হাত প্রদান করিত না। পিতা যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহাই অবলম্বন করিয়া কেবল আহার নিদ্রাদির বশীভূত হইয়া থাকিত। কিছু দিবস পরে তাহার পিতা স্বীয় কলেবর ত্যাগ করিলে উক্ত বালক অতি

শয় বিপদে পড়িল এবং সর্ব্বদাই ভাবিয়া থাকে যে, পূর্ব্বকার মত আর আমাকে কে খাওয়াইবে। এই প্রকারে ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া পিতার একশত মুদ্রা ছিল তাহা হস্তগত করিয়া খরচ করিতে লাগিল পরে তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে এককর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিলেন কিন্তু কর্ম্ম স্থানে সকট [illegible] পাইতে পারে না কি হইবে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া ও দুই তিন দিবস গিয়াছিল [illegible] যৎপরোনাস্তিক শ্রম [illegible] এজন্য এক দিবস সে [illegible] সাঙ্ঘাতিক রোগ [illegible] কবলে পতিত হইল।

অহংকার।

এই বিশ্ব সাম্রাজ্যে আমরা বহু বিধ ব্যাক্তিকে দেখিতে পাই যে-তাঁহারা সকল বিষয়ে অহঙ্কার করিয়া থাকেন. কিন্তু অহঙ্কার করা উচিত নহে, অহংকার আমাদিগের পরম শত্রু স্বরূপ বিবেচনা করা উচিত। যে ব্যাক্ত যখন যে বিষয়ে অহঙ্কার প্রকাশ করেন এবং সে বিষয় টী সুখকর বলিয়া জ্ঞান করেন [illegible]কালে তাঁহাদিগের দুঃখ কর হইয়া উঠে, কেহবা বহু মূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াই আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া বিবেচনা করেন, কেহবা অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী জ্ঞান করেন, এবং কেহবা কিছু লেখা পড়া শিখিয়া আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা দুরদর্শী ও বিদ্বান বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। যাহা হউক বহু

মূল্য পরিচ্ছদ দ্বারাই হউক ধন দ্বারাই হউক কিম্বা বিদ্যা দ্বারাই হউক গর্ব্ব করা কেবল যথার্থ অজ্ঞ ব্যক্তিরই কর্ম্ম, কারণ কৃত বিদ্য এবং দূরদর্শী ব্যক্তিরা অহঙ্কার করিবার কারণ সত্ত্বেও কখন কোন বিষয়ে গর্ব্ব প্রকাশ করেন না যাহারা কৃত বিদ্য হইয়াছেন তাঁহারা অতিশয় শান্ত প্রকৃতি সদয় ও সরলান্তঃকরণ হইয়া থাকেন তাঁহারা অহঙ্কারকে কখন মনে স্থান দেন না অতএব কোন বিষয়ে কাহারও বৃথা অহঙ্কার করা উচিত নহে।

ধর্ম্ম ও সুখ ধনী ও দরিদ্র উভয়েই॥
সমান রূপে লাভ করিতে পারে॥

জগতপাতা ও সর্ব্ব শক্তিমান্ বিশ্বপিতা যে ব্যক্তিকে ধনদান করিয়াছেন, এবং তাহাকেই যথার্থ রূপে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত আদেশও করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি অতিশয় সুখী ও সর্ব্বদেশ বিখ্যাত হন। তিনি সাতিশয় সন্তোষের সহিত অর্থের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন কারণ সেই অর্থ দ্বারা তিনি বহুবিধ উপকার লাভ করিয়া থাকেন। দুর বস্থা গ্রস্ত মানব বর্গকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন এবং ক্ষমতাশালীর পরাজয় শঙ্কাতে কোন ক্লেশ সহ্য করেন না, কাহার দুঃখ মোচন করিবেন ইহাই কেবল অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান যখন তিনি কোন ব্যক্তির দুঃখ দূর করেন তখন বিবেচনার সহিত করেন আত্মশ্লাঘা করেন না। তিনি স্বদেশের হিত

সাধনের নিমিত্ত বহুবিধ কর্ম্ম করেন এবং প্রায় যাবতীয় দেশীয় লোককে সমৃদ্ধিশালী করিতে চেষ্টা করেন। অনেক অনেক সময় দরিদ্রগণকে পালন করেন এবং দেশের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত নানা প্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন। তিনি যে সকল বহুমূল্য সুখাদ্য আহারীয় দ্রব্যাদি ভক্ষণ করেন তাহা আপন প্রতিবেশী বন্ধুকে ও দরিদ্রকে প্রদান করেন তাহাদিগকে সুখাদ্য ভক্ষণ হইতে বঞ্চিত করেন না। অতএব তিনি এই সকল কার্য্যের নিমিত্তই সন্তুষ্ট হইয়া অর্থের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পবিত্র আনন্দ লাভ করেন।

দরিদ্র ব্যক্তি যদি ধর্ম্ম পারায়ণ হয় তাহা হইলে তিনি ধনী-ব্যক্তির সদৃশ পবিত্র আনন্দলাভ করিতে পারেন যেহেতুক তিনি অনায়াসে সামান্য দ্রব্যাদি আহার করিয়া থাকেন, তাহার খাদ্যের অংশ লইবার নিমিত্ত তোষামোদী কিম্বা অপরিচিত ব্যক্তিরা প্রত্যাশা করেনা অথবা তিনি পরাধীনতা-জালে বদ্ধ হইয়া দুঃখ ভোগ করেন না এবং শত শত যাচক বর্গের প্রার্থনাতে বিরক্ত হয়েন না। অতএব দরিদ্র ব্যক্তিরা যেসকল দ্রব্য আহার করেন কি যে নদীর জল পান করেন সেসকল কি তাহাদের সুখকর বোধ হয় না, বোধ-হয় বিলাসী ধনী ব্যক্তিগণের বহুমূল্য আহারীয় দ্রব্য অপেক্ষা সামান্য দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিয়া অধিক সুখ লাভ করেন তাহার সন্দেহ নাই তাঁহারা সর্ব্বদা পরিশ্রম করিয়া স্বীয় স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারেন কখন আলস্যতাকে অবলম্বন করেন না এবং ধনী

ব্যাক্ত অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর শান্তপ্রকৃতি হন। অত
ধনী ব্যক্তিরা যেন কেবল অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া আ
হ্লাদিত হএন না এবং দরিদ্রগণ ও যেন দরিদ্রতা নিবন্ধন কো
বিষয়ে নৈরাশ হয়েন না যে হেতুক জগদীশ্বর উভয়কে
সমান সুখ প্রদান করিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়।

সমুদায় প্রাণীই দেহধারী এবং সেই দেহের অভ্যন্ত
স্বরূপ আত্মা নামক এক পদার্থ নিত্য তদ্দেহে দেদীপ্যমান
রহিয়াছে। সেই আত্মার কর্ম্ম চারি স্বরূপ কতিপয় ইন্দ্রি
আছে, যেরূপ এক খানি শকট চালক তাহার অশ্ব দ্বার
কার্য্য সমাধা করে সেইরূপ আত্মা পরিচারক স্বরূপ ইন্দ্রি
য়াদি দ্বারা সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করেন, ইন্দ্রিয়াদি নিজে কো
কার্য্য করিতে পারেনা, এবং আত্মাও নিজে কোন কার্য
করিতে পারেনা, সকল কার্য্যই পরস্পরের সাহায্য আবশ্য
করে এবং আত্মাতে ও ইন্দ্রিয়েতে পরস্পর পরস্পর সম্ব
আছে। সকল জীবেরই পাঁচটী পাঁচটী ইন্দ্রিয় আছে দর্
শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্পর্শেন্দ্রিয় ও রসনে
ন্দ্রিয়। দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা চক্ষুর কার্য্য অর্থাৎ সর্ব্বপ্রক
[illegible] প্রাণির দৃষ্টি হওয়া থাকে শ্রবণেন্দ্রি
[illegible] কার্য্য অর্থাৎ সুশ্রবণাদি এবং [illegible]শ্রবণাদি ক্রি

কুষ্টাদি গন্ধের অনুভব হইয়া থাকে, এবং স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা ত্বকের কার্য্য অর্থাৎ সকল বস্তুর উচ্চাবচত্বাদি জ্ঞান হয়। রসনেন্দ্রিয়ের কার্য্য অর্থাৎ জিহ্বাদ্বারা সকল পদার্থের মিষ্ট কটু আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারা যায়, । কোন মনুষ্য দেহ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চেন্দ্রিয় শূন্য দেখিতে পাওয়া যায় না, আমরা কোন বধির ব্যক্তিকে দেখি তাহার যে শ্রবণেন্দ্রিয় নাই বলিয়া যে কিছু শুনিতে পাইনা এরূপ নহে অবশ্যই তৎ কালে তাহার শ্রবণ শক্তির কোন বৈলক্ষণ্য হেতুক শুনিতে পায় না হয়ত নানা প্রকার চিকিৎসাদি করাইলে অনেক বধির ত দুর হইতে পারিবে, আবার যখন কোন জন্মান্ধ ব্যক্তিকে দেখি তখন জগদীশ্বর যে তাঁহাকে দর্শন শক্তি প্রদান করেন নাই তৎকালে এরূপ মনে করা উচিত নহে অবশ্যই এরূপ হইয়া থাকিবে যে সে ব্যক্তি যখন স্বীয় জননীর গর্ভ মধ্যে অবস্থিত ছিল তখন অবধিই কোন ঘটনাক্রমে চক্ষুঃ অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয়ের কোন বৈকল্য জন্মিয়া থাকিবে তজ্জন্য সে ব্যক্তি জন্মাবধি কোন বস্তু দেখিতে পারেনা কিন্তু ভূমিস্থ হইবার পরেই যদি উত্তম সুনিপুণ চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করান যায় তাহা হইলে বোধহয় অবশ্যই তাহার অন্ধতার হ্রাস হইত তাহার সন্দেহ নাই, এই প্রকার সকলই হইয়া থাকে কিন্তু জন্মান্ধ ও বধির প্রভৃতি মানবেরা আবার অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা তাড়িত [illegible] কার্য্য করিয়া থাকে যেহেতুক অন্ধ [illegible] স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা [illegible]

ব্যাদি অনায়াসে নিরূপণ করিয়া থাকেন, সাণ্ডারসন এক জন অদ্বিতীয় অঙ্কশাস্ত্র বিশারদ, তিনি জন্মাবধি অন্ধ ছিলেন কিন্তু হস্তদ্বারা এরূপ দ্রব্যাদি নিরূপণ করিতে পারিতেন যে স্পর্শেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা সত্ত্বে সেরূপ হয় না, । কারণ তাঁহার নিকট যদি কতিপয় নানাবিধ মুদ্রা দেওয়া যায় তাহা হইলে তিনি এরূপ প্রভেদ করিয়া কোনটা কোন প্রকার নিরূপন করিতেন, যে প্রশস্ত চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তি বোধ হয় সেরূপ পারেন না, এবং সূর্য্যের উপর দিয়া কোন প্রকার মেঘ কিরূপ চলিতেছে তাহা তিনি অনায়াসে বলিতে পারিতেন, এবং এরূপ ও অনেক অন্ধব্যক্তি আছেন যে তাহারা ঘোটকের নানাবিধ গতি বিধি দর্শন করিয়া কোন ঘোটক অন্ধ হইবেক এবং কোন ঘোটকের একটী চক্ষু অন্ধ হইবে তাহা অনায়াসে বলিতে পারিতেন, অতএব ইহা বোধহইতেছে যে অন্ধ ব্যক্তি গণের যদিও একটি ইন্দ্রিয় নষ্ট হইয়া থাকে তথাপি তাঁহাদের এরূপ কোন ইন্দ্রিয় শক্তি আছে যে তাহাদ্বারা অনায়াসে সকল অনুভব করিতে পারেন।

সমাপ্ত ।